কামনার গীতিবিতান

লেখক: হামিদুল ইসলাম (হামিদ)
ইমেইল: h.islam24@outlook.com

"যে কামনা নিঃসঙ্গ হৃদয়ে ফুল হয়ে ওঠে,
তারই ভাষা এই গীতিবিতান।"

সূচিপত্র

১. উদ্ভাস
২. চিরপ্রহর
৩. নিরবতা
৪. প্রতীক্ষা
৫. বিষাদ
৬. নিবেদন

---

১. উদ্ভাস

আলো হয়ে এসো

তোমার চোখে যে দীপ্তি লুকায়,
আমার আকাশে তারই আলোর শাখা।
তুমি এসো, ভোরের প্রথম কুয়াশায়—
মুছে যাক সমস্ত রাত্রির রেখা।

ভোরের নেশা

প্রথম আলোয় নাম লিখি তোমার,
দরজায় রাখি সকালবেলার শুভেচ্ছা।
তুমি আসো যেন নদীর ধারে বসে—
ভিজিয়ে যাও হৃদয়ের তৃষ্ণা।

স্বপ্নপথ

হেঁটে যাই আলো-ছায়ার রেখায়,
তুমি যেখানে একফোঁটা রোদ হয়ে থাকো।
স্বপ্নের ছায়া মেখে আমি ফিরি—
তোমারই বারান্দায়, প্রতিদিন।

---

২. চিরপ্রহর

সময়পথে

ঘড়ির কাঁটায় ঝরে পড়ে সময়,
তোমার অপেক্ষায় দীর্ঘতর প্রহর।
তবুও হাসি, কারণ জানি—
তুমি কোনো একদিন আসবেই।

প্রহরের গান

ঘুমহীন রাতে কেবল বাজে,
তোমার প্রিয় সেই গান।
রেডিও বন্ধ, তবুও শোনাই—
আমার হৃদয়-যন্ত্রে তুমিই সুর।

অপেক্ষার ঘ্রাণ

তোমার পদধ্বনির অপেক্ষা,
বালিশে মিশে থাকা চুলের ঘ্রাণে।

আমি শুনি, তুমি এসেছো—
স্বপ্নের উঠোন পেরিয়ে, নীরবে।

---

৩. নিরবতা

নীরব ভাষা

কথারা কেবল চোখে লেখা,
তুমি ছিলে নীরবতার কবি।
তবু আমি বুঝেছি সব—
তোমার চাহনির ভিতরে ছিল ভাষা।

একান্তে

তুমি বলোনি কিছু, তবুও বুঝেছি—
নিরবতা আর প্রেম সমার্থক।
একান্ত সেই মুহূর্তে
তোমার ঠোঁট ছিল শুধু নীরব স্পর্শ।

ছায়ার ডাকে

নীরবতারও একটি সুর আছে,
তুমি তা শুনতে শিখিয়েছিলে।
আজ সেই সুরেই বাজে,
আমার একা দুপুরের বিষণ্ণ কবিতা।

---

৪. প্রতীক্ষা

ফিরে আসা

পথে রয়ে গেছে তোমার ছায়া,
আমি ফিরি, সেই একই রাস্তা ধরে।
যতবার যাই, ততবার ভাবি—
এইবার হয়তো ফিরে আসবে।

যদি আসো

পত্রপাঠে রেখেছি ইঙ্গিত,
যদি আসো, জানি তুমি পড়বে।
এই হৃদয়ের কাগজে লিখেছি—
“তোমায় ভালোবাসি,” নিঃশব্দে।

চোখের ভাষা

জল হয়ে বয়ে গেছে যত স্মৃতি,
তোমার চোখে ছিল না অভিযোগ।
শুধু চাহনির ভিতরে জমে ছিল—
একটি অপ্রকাশিত কবিতা।

---

৫. বিষাদ

নির্বাক বর্ণনা

রাত্রির চোখে কাঁদে বিষাদের জল,
চাঁদের আড়ালে থাকে এক মুখশাল।
তোমার চলে যাওয়া যেন এক দীর্ঘ পথ,
যেখানে কেবল পদধ্বনি আর নীরবতা।

অভিমানী বাতাস এসে বলে গেলো—
"যে চলে যায়, সে আর ফিরে না।"

আমি পাথরের মতো বসে আছি শুধু,
একটি শব্দ, একটি ছোঁয়া, একটি নামের অপেক্ষায়।

ভাঙা আকাশ

দিগন্ত ভেঙে আসে কুয়াশা,
তোমার না-থাকার ভিতরেও
তুমি থেকে যাও প্রতিধ্বনির মতো।

বুকের ভিতরে ঘূর্ণি তোলে
এক অলিখিত চিঠির শব্দগুচ্ছ,
যেখানে ভালোবাসা নেই,
আছে শুধু 'হয়তো' আর 'হতেও পারতো'।

শেষ চিঠি

তোমার নামে আর চিঠি লিখি না,
তবুও কলম চলে—
একটি নামের গভীরে ডুবে গিয়ে।

চিঠির ভাঁজে লুকিয়ে রাখি নিশ্বাস,
যা তুমি আর কখনো পড়বে না,
কখনো ছুঁবেও না।

কিন্তু এই লেখা, এই নিঃশব্দ উচ্চারণ—
তোমার না-থাকাই আমার কবিতা করে দেয়।

---

৬. নিবেদন

সমর্পণ

তোমার পদতলে রেখে দিলাম—
সব কথার সমাপ্তি।

এটাই শেষ পঙক্তি,
এটাই চিরকাল।

শেষ প্রেম

যা ছিল বলার, বলেছি অন্ধকারে—
যেখানে কেবল থাকো তুমি আর নিরবতা।
তুমি জানতে না,
তবুও আমি বলেছিলাম—ভালোবাসি।

নতুন গাথা

নিবেদনেই রচিত হয় নতুন সুর—
যেখানে ভাঙা শব্দেরা খুঁজে পায় ছন্দ।
তোমার অনুপস্থিতিও
একটি গাথা হয়ে ওঠে, কবিতার মতো।